" শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ,ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.১০.০০০০.১১২.৫৭.২২.১৫/ ৫৭০৮ তারিখ ঃ ২৭ আষাঢ় ১৪২৪ / ১১ জুলাই ২০১৭

বিষয় ঃ ৪৬ তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময়সূচি প্রেরণ।

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতির ১০-০৭-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত "সাধারণ পরিষদের" সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক **৪৬তম** গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠান,উপজেলা/থানা, জেলা,উপ-অঞ্চল ও অঞ্চল হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নিম্নেবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে তাঁর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান, উপজেলা/থানা এর সভাপতি/সম্পাদকের নিকট জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সার্কুলারটি প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সময়সূচি- ২০১৭

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে (স্কুল,মাদরাসা ও কারিগরি)	২৩-০৭-২০১৭ খ্রিঃ	হতে	২৫-০৭-২০১৭ খ্রিঃ
উপজেলা/থানা পর্যায়ে	২৭-০৭-২০১৭ খ্রিঃ	হ'তে	৩০-০৭-২০১৭ খ্রিঃ
জেলা পর্যায়ে	০১-০৮-২০১৭ খ্রিঃ	হ'তে	০৩-০৮-২০১৭ খ্রিঃ
উপ-অঞ্চল পর্যায়ে	০৫-০৮-২০১৭ খ্রিঃ	হ'তে	০৭-০৮-২০১৭ খ্রিঃ
অঞ্চল পর্যায়ে	০৯-০৮-২০১৭ খ্রিঃ	হ'তে	১০-০৮-২০১৭ খ্রিঃ
জাতীয় পর্যায়ে	১৯-০৮-২০১৭ খ্রিঃ শনিবার	হ'তে	২৩-০৮-২০১৭ খ্রিঃ বুধবার

৪৬ তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা গ্রীষ্মকালীন সাঁতার (ছাত্র-ছাত্রী) প্রতিযোগিতায় নিম্নেবর্ণিত ইভেন্ট সমূহ অর্ন্তভুক্ত হবে;

(ক) বালক-বালিকা বড় ঃ (১) ১০০মিঃ মুক্ত সাঁতার (২) ২০০মিঃ মুক্ত সাঁতার (৩) ১০০মিঃ চিৎ সাঁতার (৪) ১০০মিঃ বুক সাঁতার (৫) ১০০মিঃ প্রজাপ্রতি সাঁতার (৬) ৪X১০০মিঃ মিডলে রীলে সাঁতার (প্রথমে চিৎ সাঁতার,পরে বুক সাঁতার,তারপর প্রজাপতি ও সর্বশেষ প্রতিযোগীর মুক্ত সাঁতার)।

(খ) বালক-বালিকা মধ্যম ঃ (১) ১০০মিঃ মুক্ত সাঁতার (২) ৫০মিঃ চিৎ সাঁতার (৩) ৫০মিঃ বুক সাঁতার (৪) ৫০মিঃ প্রজাপতি সাঁতার (৫) ৪X৫০মিঃ মিডলে রীলে সাঁতার (প্রথমে চিৎ সাঁতার,পরে বুক সাঁতার,তারপর প্রজাপতি ও সর্বশেষ প্রতিযোগীর মুক্ত সাঁতার)।

৪৬তম গ্রীষ্মকালীন সাঁতার প্রতিযোগিতা গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ২১ এর প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপ বাছাইয়ে গঠনতন্ত্রের প্রতিটি বিষয় সুচারু ভাবে পালন করতে হবে। ৮ম শ্রেণী পাশ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ছবি যুক্ত জে.এস.সি/জে.ডে.সি রেজিষ্ট্রেশন কার্ড ও সনদের ফটোকপি (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত) এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র (ইনডেক্স নম্বর ও নামাকিংত সিলসহ) দাখিল করিতে হইবে।

৪৬তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা গ্রীষ্মকালীন ফুটবল (ছাত্র-ছাত্রী), কাবাডি (ছাত্র-ছাত্রী) ও হ্যান্ডবল (ছাত্র-ছাত্রী) প্রতিযোগিতা উপজেলা/থানা হতে অঞ্চল পর্যন্ত "নক আউট" পদ্ধতিতে এবং জাতীয় পর্যায়ে "লীগ" পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ১৭,১৮,১৯ এর বিধি মোতাবেক **৪৬তম** গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালিত হবে।

প্রতিষ্ঠান পর্যায় (স্কুল,মাদরাসা ও কারিগরি),উপজেলা/থানা হতে বিভিন্ন খেলায় বিজয়ীদের ফটো ও নামের তালিকা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পরবর্তী পর্যায়ে (জেলা,উপঅঞ্চল,অঞ্চল ও জাতীয়) সম্পাদকের নিকট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর ও নামাকিংত সীলসহ সংগে সংগে পাঠাতে হবে। অন্যথায় উক্ত প্রতিযোগীদের পরবর্তী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

ছাত্র-ছাত্রী বাছাইয়ের জন্য গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ২২ অনুসরন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত বয়স নির্ণয়ের জন্য উপজেলা মেডিকেল অফিসার/স্কুল হেলথ অফিসার/সিভিল সার্জন এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক বয়স পরীক্ষা করতে হবে। গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত **পরিশিষ্ট 'ক' হতে 'চ' পর্যন্ত** (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিভিন্ন ফরম পূরন সহ খেলার যাবতীয় নিয়ম নীতি অনুসরন করে খেলা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-২৪ অনুযায়ী (ক) বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতির আইনে প্রতিষ্ঠানের জন্য (স্কুল,মাদরাসা ও কারিগরি) ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। অন্যথায় অংশগ্রহণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের এমপিও স্থগিত ও স্বীকৃতি বাতিল করা যাইতে পারে, তাহা সংশ্লিষ্ট কমিটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবেন।

বি:দ্র: বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতির খেলাধুলায় ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পিএসসি পরীক্ষার প্রবেশ পত্র ও পাশের মূল সনদ এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জেএসসি পরীক্ষার রেজিষ্ট্রেশন কার্ড, প্রবেশ পত্র ও পাশের মূল সনদের কপি প্রদর্শণ পূর্বক এবং ফটোকপি প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক (ইনডেক্স নম্বর ও নামাকিংত সিলসহ) সত্যায়িত করে জমা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে অন্যথায় কোন অবস্থায় খেলায় অংশগ্রহণ করা যাবে না। **দলীয় খেলায় বয়স ১৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে অষ্টম শ্রেণি বয়স ১৪ বছরের অধিক হলে সে বড় গ্রুপে খেলতে পারবে। প্রত্যেক পর্যায়ে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**

ফারহানা হক
(ফারহানা হক) ১১/০৭/২০১৭
উপপরিচালক (শারীরিক শিক্ষা)
পক্ষে-মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
এবং
সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতি।

জেলা শিক্ষা অফিসার
---------- ।

3 -B.G.S.M.K.S । মোহাম্মদ রাসেল মজুমদার

স্মারক নং-৩৭.১০.০০০০.১১২.৫৭.২২.১৫/ ৬৭০৮(৭০০)

তারিখ ঃ ২৭ আষাঢ় ১৪২৪ / ১১ জুলাই ২০১৭

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হল:

০১। মহাপরিচালক,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ বিকেএসপি, ঢাকা।

০২। চেয়ারম্যান,মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা /রাজশাহী/কুমিল্লা/ যশোর/চট্টগ্রাম/ সিলেট/বরিশাল/ দিনাজপুর/ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা।

০৩। জেলা প্রশাসক,..... ।

০৪। উপজেলা চেয়ারম্যান,..... জেলা,..... ।

০৫। পরিচালক,ক্রীড়া পরিদপ্তর,মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম,ঢাকা।

০৬। বিদ্যালয় পরিদর্শক,মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা /রাজশাহী/কুমিল্লা/ যশোর/চট্টগ্রাম/ সিলেট/বরিশাল/ দিনাজপুর/ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড.ঢাকা।

০৭। উপপরিচালক,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা /রাজশাহী/কুমিল্লা/ খুলনা/চট্টগ্রাম/ সিলেট/বরিশাল/ময়মনসিংহ/ রংপুর অঞ্চল।

০৮। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা,.....জেলা,..... । কে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় প্রত্যেকটি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদরাসা-কে বাধ্যতামূলক ভাবে জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০৯। শারীরিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা /রাজশাহী/কুমিল্লা/ যশোর/চট্টগ্রাম/ সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর/ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা।

১০। জেলা ক্রীড়া অফিসার,---------- ।

১১। সিস্টেম এনালিস্ট, ই.এম.আই.এস. সেল মাউশি অধিদপ্তর, ঢাকা **(মাউশির ওয়েব সাইটে এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের Massage Communication -এ প্রকাশের অনুরোধসহ)।**

১২। ---------- ।

১৩। সংরক্ষণ নথি।

ফারহানা হক
১১.০৭.২০১৭

(ফারহানা হক)
উপপরিচালক (শারীরিক শিক্ষা)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
এবং
সম্পাদক,বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতি।
ফোন+ফ্যাক্স ঃ ৯৫৫৬৮৪৮।
Email: ddphysical@gmail.com

১১/৭/১৭

* বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতির খেলাধুলা সংক্রান্ত দাওয়াত কার্ডে জাতীয় ক্রীড়া সমিতির মনোগ্রাম ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।